শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

(পাবনা জেলা)

প্রশ্ন ১) সাইবার অপরাধের শিকার হলে অনলাইনে কিভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে ?

উত্তরঃ সাইবার অপরাধের শিকার নারীরা যাতে সহজে এবং ভয়ভীতিহীনভাবে অভিযোগ জানাতে ও প্রতিকার চাইতে পারে, সে জন্য 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে একটি অফিসিয়ল ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। সেখানেও অভিযোগ জানানো যাবে। সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত জরুরী সেবা হটলাইন ৯৯৯ বা নারী নির্যাতন দমন বিষয়ক হটলাইন ১০৯ কল করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়া সিসিএ কার্যালয়ের অফিসিয়াল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তাকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে।

প্রশ্ন ২) যে ব্যক্তি সাইবার অপরাধ করেছে তার কী ধরণের শাস্তি হতে পারে?

উত্তরঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২১ ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা চালান বা উহাতে মদদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

-- যদি ধারা ২১ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

-- যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা ৩ (তিন) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২২ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া জালিয়াতি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং ২৩ ধারায় বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া প্রতারণা করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২২ এবং ২৩ এর অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন , তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭(সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৪ ধারায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯ ধারায় মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার ইত্যাদির শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তা হলে উক্ত কাজ হবে একটি অপরাধ এবং তার জন্য সে অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

** পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ এর ৮ ধারায় বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি উৎপাদন করিলে বা উৎপাদন করিবার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করিয়া চুক্তিপত্র করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে কোন প্রলোভনে অংশগ্রহণ করাইয়া তাহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এছাড়া কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করলে তিনি অপরাধ করেছে বলে গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন